আব্দুল হামীদ মাদানী

আব্দুল হামীদ মাদানী

আব্দুল হামীদ মাদানী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:

পাঠকের করকোমলে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাখানি অন্য ধরনের একটি স্মারকলিপি মাত্র। যে সকল ভ্রাতৃমন্ডলী আমার সাপ্তাহিক দর্সে নিয়মিত উপস্থিত হন, তাঁদের চাহিদা মতে সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকার অবতারণা।

তাঁদের দাবী ছিল, দর্সে বহু কথা বলা হয় এবং বহু কথা শোনা হয়, কিন্তু মনে থাকে না সব কথা। অতএব সবচেয়ে জরুরী কথাগুলি যদি সংক্ষেপে একটি পুস্তিকায় সংকলণ করা হয়, তাহলে জীবনে চলার পথে মনে রেখে আমল করার জন্য তা বড় ফলপ্রসূ হয়।

তাঁদের এই দাবী পূরণে ইসলামী জীবন-পথের দিগ্‌দর্শনের উদ্দেশ্যে ১০০টি ফলক বক্ষ্যমাণ এই পুস্তিকায় সংকলিত হল।

আমার আশা যে, এর মাধ্যমে হাল্‌কা, মক্তব ও মাদ্রাসার ছাত্ররা উপকৃত হবে।

আল্লাহ সেই আশা পূরণ করুন এবং আমাদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ
শওয়াল, ১৪২৬হিঃ

(ফলক নং ১) প্রাথমিক পর্যায়ের ফরয কাজ

মানুষ এ পৃথিবীতে এসে জ্ঞানপ্রাপ্ত হলে প্রথম যে জিনিস তার উপর ফরয হয়, তা হল জ্ঞান শিক্ষা করা।
কে আনল তাকে? তার রব্ব কে?
পৃথিবীতে তাকে কি করতে হবে? কোন্‌ পথ ধরে চলবে সে? তার দ্বীন কি?
কে সঠিক পথ দেখাবে তাকে? তার নবী কে?

দ্বিতীয় যে জিনিস তার উপর ফরয হয়, তা হল আমল। যা জানা হয়, তা মানা ও পালন করা।

তৃতীয় যে জিনিস তার উপর ফরয হয়, তা হল তবলীগ ও প্রচার করা। যা জানা, মানা ও পালন করা হয়, তা অপরকে জানিয়ে দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া।

আর চতুর্থ যে জিনিস তার উপর ফরয হয়, তা হল ধৈর্য ধরা। অর্থাৎ, উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট আসবে, তাতে ধৈর্য ধারণ করা।

(ফলক নং ২) কখন মানুষ ভারপ্রাপ্ত হয়?

(ক) মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত বা সাবালক হলে শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত গণ্য হয়। এমন কিছু প্রতীক রয়েছে, যার মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তির কথা নির্ধারণ করা যায়। যেমন নাভির নিচে পুরু লোম গজানো, (স্বপ্নে অথবা জাগরণে) বীর্যস্খলন, (বালিকাদের) মাসিক রেতঃপাত ইত্যাদি। অবশ্য এসব কিছু না দেখা গেলেও তাদের বয়স ১৫ বছর হলেই তাদেরকে সাবালক বা সাবালিকা গণ্য করা হবে। আর তখন তার উপর শরীয়তের সকল অবশ্য-পালনীয় হুকুম-আহকাম পালন করা ওয়াজেব হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ১৫ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে পূর্বেই কারো মধ্যে ঐ নিদর্শনগুলির কোন একটা দেখা গেলে সে সাবালক বা সাবালিকায় পরিণত হয়েছে বলে জানতে হবে।

(খ) সেই সাথে তাকে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়। জ্ঞানশূন্য বা পাগল হলে কেউ ভারপ্রাপ্ত বা অপরাধী নয়।

এ ছাড়া নির্দিষ্ট আমলের নির্দিষ্ট শর্তাবলী রয়েছে।

(ফলক নং ৩) ইহকাল ও পরকাল

পরকালের জন্য ইহকাল বিক্রয় করলে ইহ-পরকাল উভয়ই লাভ হয়। পক্ষান্তরে ইহকালের জন্য পরকাল বিক্রয় করলে বাহ্যতঃ ইহকাল লাভ হলেও পরকাল তো অবশ্যই বরবাদ হবে। আর সে লাভ হবে নাকের বদলে নরুন পাওয়ার মত। সুতরাং দ্বীন বিক্রয় করে দুনিয়া ক্রয় করে ক্ষণকালের সুখের জন্য চিরকালের সুখকে বরবাদ করা কোন জ্ঞানী মানুষের কাজ নয়।

(ফলক নং ৪) আপনার আমল

আল্লাহর রহমত ছাড়া নিজ আমলের বলে কেউই বেহেশ্ত্ লাভ করতে সক্ষম হবে না। সাধ্যের বাইরে আমল করতে যাওয়া উচিত নয়। আমল প্রয়োজনমত কম হলেও তা ভালো ও নিরবচ্ছিন্নভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ পরীক্ষা নিয়ে দেখবেন যে, আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো আমল করেছে। কে সবচেয়ে বেশী আমল করেছে তা দেখবেন না।

(ফলক নং ৫) আমল কবুল হবে কিভাবে?

প্রত্যেক আমল কবুল হবে তওহীদের ভিত্তিতে। শির্ক থাকলে এক গ্লাস দুধে এক বিন্দু গোমূত্র পড়ার মত সমস্ত আমল নষ্ট হয়। দুটি শর্তে আল্লাহর নিকট আমল গ্রহণযোগ্য হয়; (১) ইখলাস ঃ অর্থাৎ আমল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে এবং (২) তরীকায়ে মুহাম্মাদী ঃ অর্থাৎ সেই আমল মহানবী ﷺ-এর তরীকা ও পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে।

(ফলক নং ৬) তওহীদ ৩ প্রকার

(ক) তওহীদুর রব্ব্ (প্রতিপালক বিষয়ে একত্ববাদ)। আর তা হল এই কথার স্বীকার যে, আল্লাহই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। অবশ্য একথা কাফেরদলও স্বীকার করেছে; কিন্তু এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামে প্রবিষ্ট করেনি।

(খ) তওহীদুল ইলাহ (উপাস্য বিষয়ে একত্ববাদ)। আর তা হল সকল প্রকার বিধিবদ্ধ ইবাদত -যেমন, দুআ ও প্রার্থনা, সাহায্য প্রার্থনা, তওয়াফ, যবেহ, নযর ইত্যাদিতে আল্লাহকে একক মান্য করা। এই প্রকার তওহীদকেই কাফের দল অস্বীকার করেছিল, এবং এই তওহীদ নিয়েই নূহ ﷺ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত রসূল ও তাঁদের উম্মতের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ ছিল।

(গ) তওহীদুল আসমা-ই অস্‌সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ে একত্ববাদ); আর তা হল, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত সেই সমস্ত সিফাত বা গুণাবলী, যার দ্বারা আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রসূল ﷺ তাঁর জন্য বর্ণনা করেছেন তা বাস্তব ও প্রকৃত ভেবে, কোন প্রকারে তার অপব্যাখ্যা না করে, কোন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত কল্পনা না করে এবং তার প্রকৃতার্থ 'জানি না' বলে সে বিষয়ে আল্লাহকে ভারার্পণ না করে ঈমান ও প্রত্যয় রাখা।

সুতরাং তওহীদ হল এই বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহ নিজ সার্বভৌমত্বে ও কর্মাবলীতে একক; তাতে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি নিজ সত্তা ও গুণাবলীতে একক; তাঁর কোন নযীর বা দৃষ্টান্ত নেই। তিনি নিজ মা'বূদত্বে ও উপাস্যত্বে একক; তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

(ফলক নং ৭) শির্ক ৩ প্রকার

(ক) বড় শির্ক ঃ যেমন গায়রুল্লাহর ইবাদত করা। প্রার্থনা, ইচ্ছা, আনুগত্য ও ভালোবাসায় আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা।

(খ) ছোট শির্ক ঃ যেমন লোক দেখানো ও সুনাম নেওয়ার জন্য নামায পড়া।

(গ) গুপ্ত শির্ক ঃ কর্মজীবনে কথায় ও কাজে অজান্তে করে বসা শির্ক।

(ফলক নং ৮) মুসলিম-অমুসলিম

মুর্তাদ্দ্ (ধর্মত্যাগী) সেই, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী বা ধর্মহীন হয়ে যায়।

কাফের (অবিশ্বাসী) সেই, যে ব্যক্তি ধর্মের কোন সর্ববাদিসম্মত বিষয়কে অবিশ্বাস, অস্বীকার বা অমান্য করে।

মুনাফিক (কপট) সেই, যে ব্যক্তি মৌখিক ঈমানের দাবী করে বাহ্যতঃ মুসলিম সাজে, কিন্তু আন্তরিকভাবে সে বিশ্বাসী নয়।

ফাসিক ও ফাজির সেই, যে ব্যক্তি মহাপাপ করে।

(ফলক নং ৯) মুনাফিকী দুই প্রকার

বিশ্বাসগত (বড়) ও কর্মগত (ছোট) মুনাফিক। বিশ্বাসগত (বড়) মুনাফিকীর কিছু নিদর্শন নিম্নরূপ ঃ-

সে উপরে মুসলিম সেজে তলায় তলায়-

১। রসূল ﷺ-কে অথবা তাঁর আনীত কিছু বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে।

২। রসূল ﷺ অথবা তাঁর আনীত কিছু বিষয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে।

৩। ইসলামের পরাজয়ে আনন্দবোধ অথবা তার বিজয়ে কষ্টবোধ করে।

এই মুনাফিক কাফের অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। আর এ জন্যই জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে তার ঠাঁই হবে।

কর্মগত (ছোট) মুনাফিকীর নিদর্শন হল ৫টি ঃ-

সে কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে, তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে খিয়ানত (বিনষ্ট) করে এবং বাদানুবাদ করলে অশ্লীল বলে।

(ফলক নং ১০) পাপের প্রকরণ

পাপ সাধারণতঃ তিন প্রকার ঃ অতি মহাপাপ, মহাপাপ ও লঘু বা উপপাপ। অতিমহাপাপ (যেমন, শির্ক) এর শাস্তি আল্লাহ মাফ করবেন না। এমন পাপীকে বিনা তওবায় আল্লাহ ক্ষমাও করবেন না। সে কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে।

মহাপাপের পাপীকে বিনা তওবায় আল্লাহ ক্ষমা করেন না। (অবশ্য কোন কোন ওলামার মতে কোন কোন ইবাদতের বদৌলতে মহাপাপও মাফ হয়ে যায়।) তবে কিয়ামতে আল্লাহ তাআলা এমন পাপীকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন; নচেৎ জাহান্নামে দিয়ে উপযুক্ত আযাব ও শাস্তি ভোগ করাবেন। অতঃপর এমন মহাপাপীর হৃদয়ে যদি ঈমান অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ, কুফরী ও শির্ক না করে থাকে) তাহলে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়ে পরিশেষে আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে দেবেন। এমন পাপী হল ফাসেক, তাকে কাফের বলা যাবে না।

লঘু বা উপপাপ ক্ষমার্হ। বিভিন্ন মসীবত ও ইবাদতের বদৌলতে আল্লাহ এ পাপের পাপী বান্দাকে ক্ষমা করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। অবশ্য লঘুপাপ বেশী আকারে স্তূপীকৃত হলে তা যে গুরুপাপে পরিণত হয় তা বলাই বাহুল্য।

(ফলক নং ১১) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ জানা জরুরী। অর্থ না জানলে বিশ্বাস বা ঈমান আসবে কিভাবে?

এর প্রচলিত অর্থ ঃ

(ক) আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।

(খ) আল্লাহ ছাড়া কেউ খালিক, মালিক বা রুযীদাতা নেই।

(গ) আল্লাহ ছাড়া কেউ বিধানদাতা বা হুকুমকর্তা নেই।

কিন্তু এর সঠিক অর্থ হল ঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) মা'বূদ বা উপাস্য নেই।

(ফলক নং ১২) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বললেই কেউ মুসলিম হয়ে যায় না। তার শর্তাবলী পালন না করলে ঐ কালেমা বলার কোন মূল্য থাকে না। তার শর্তাবলী নিম্নরূপঃ-

(ক) নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক নিরূপণ করে তার অর্থ জানতে হবে।

(খ) তার অর্থে পরিপূর্ণ একীন ও প্রত্যয় হতে হবে।
(গ) বিশুদ্ধচিত্তে (ইখলাসের সাথে) তা পাঠ করতে হবে।
(ঘ) তার অর্থ-বিশ্বাসে সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতা থাকতে হবে।
(ঙ) এই কালেমা ও তার নির্দেশের প্রতি প্রেম ও ভক্তি থাকতে হবে এবং তা নিয়ে আনন্দিত হতে হবে।
(চ) তার নির্দেশ, দাবী ও অধিকারের অনুবর্তী হতে হবে।
(ছ) প্রত্যাখ্যানহীনভাবে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

(ফলক নং ১৩) ইসলামী মূলমন্ত্রের তাৎপর্য

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর তাৎপর্য হল এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুমোদন ও তরীকা ছাড়া আর কারো অনুমোদন ও তরীকা মতে আল্লাহর কোন ইবাদত করব না।

(ফলক নং ১৪) আল্লাহর আকার

আল্লাহ নিরাকার বা আকারহীন নন। তাঁর আকার আছে, তাঁর চেহারা দেখা যাবে বেহেশ্তে। (বলা বাহুল্য, কাফেররা তাঁকে দেখতে পাবে না।) তাঁর হাত, পা ইত্যাদির কথা কুরআন-হাদীসে উল্লেখ আছে। তা কেমন তা কেউ বলতে পারে না। যেহেতু তাঁর কোন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ নেই।

(ফলক নং ১৫) আল্লাহ কোথায় আছেন?

মহান আল্লাহ কোথায় আছেন তা নিয়ে প্রচলিত কয়েকটি বিশ্বাস আছে বিভিন্ন মানুষের মনে ঃ
(ক) তিনি সব জায়গায় আছেন। তিনি সব জায়গায় বিরাজমান।
(খ) তিনি থাকেন মুমিনের হৃদয় মাঝে।
(গ) তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান।

কিন্তু সঠিক বিশ্বাস হল, তিনি আছেন আরশের উপরে। সাত আসমানের উপর কুরসী, তার উপর আরশ। আর আরশের উপরে আছেন তিনি। তাঁর উপরে কিছু নেই।

অবশ্য তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি ও সাহায্য সব জায়গায় আছে। তাঁর যিক্‌র বা স্মরণ মুমিনের হৃদয়ে আছে।

(ফলক নং ১৬) সে যুগের মুশরিক ও এ যুগের মুশরিক

জেনে রাখুন যে, যে কাফেরদের বিরুদ্ধে মহানবী ﷺ জিহাদ করেছেন, সে কাফেররা কিন্তু আল্লাহকে বিশ্বাস করত। আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, বিশ্বনিয়ন্তা বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু এ বিশ্বাস তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। যেহেতু তারা শির্ক করত। অর্থাৎ, তারা তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহতে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তাওহীদুল উলূহিয়্যাহতে অবিশ্বাসী।

ঐ কাফের ও মুশরিকরা বলত, আমরা মূর্তিপূজা করি কেবল তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সুপারিশ পাওয়ার আশায়। সরাসরি তাদেরকে আল্লাহ বলে মানতো না।

মহানবী ﷺ-এর যুগের মুশরিকরা বিভিন্ন ধরনের শির্ক ও পূজা করত; কেউ ফিরিশ্তার পূজা করত, কেউ আম্বিয়া ও আওলিয়ার আরাধনা করত, কেউ বৃক্ষ ও পাথরের পূজা করত এবং কেউ করত চন্দ্র-সূর্যের উপাসনা। মহানবী ﷺ তাদের মাঝে কোন পার্থক্য না করেই সকলের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

সাম্প্রতিক কালের মুশরিকরা সে কালের মুশরিক অপেক্ষা বেশী বড় মুশরিক। যেহেতু সে কালের মুশরিকরা কেবল সুখের সময় শির্ক করত এবং বিপদের সময় এককভাবে আল্লাহকেই আহবান করত। কিন্তু বর্তমান কালের মুশরিকরা সুখে-দুঃখে সব সময়েই শির্ক করে থাকে!

এই চারটি বিষয় বুঝে আমাদের কালেমা পাঠকারী মাযারীদের কথা ভেবে দেখুন, তারা কি উল্লেখিত মুশরিকদের দলভুক্ত নয়?

(ফলক নং ১৭) ঈমান তিনটি সমষ্টির নাম

ঈমান; অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং কাজে পরিণত -এই তিনটি কাজের সমষ্টির নাম। একটি ছেড়ে অন্যটি কোন কাজে দেবে না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জান্নাতের চাবিকাঠি। কিন্তু দাঁত ছাড়া চাবিকাঠি তালা খুলতে পারে না। সুতরাং আমল হল চাবিকাঠির দাঁত স্বরূপ।

ঈমান পুণ্যকাজে বৃদ্ধি এবং পাপকাজে হ্রাস পায়।

(ফলক নং ১৮) ঈমান যায় কিভাবে?

ওযূর পর হাওয়া বের হয়ে গেলে পবিত্রতা বাতিল হয়ে যায়। লক্ষ টাকার গাড়িতে ১ টাকার একটি 'ভাল্‌ভ টিউব' নষ্ট হলে গাড়ি অচল হয়ে যায়। তদনুরূপ মানুষ অনেক সময় যে কাজকে ছোট মনে করে, অথচ সে কাজের জন্য তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং অন্যান্য বড় বড় সমূহ আমল বরবাদ হয়ে যায়। এমন কাজ আল্লাহর নিকট বিরাট। আর সে কাজগুলির কতিপয় নিম্নরূপঃ-

(ক) শির্ক করা।

(খ) নিজের ও আল্লাহর মাঝে কোন কিছুকে মাধ্যম (অসীলা) নির্ধারণ করা; তাকে আহবান করা, তার নিকট সুপারিশ কামনা করা এবং তার উপর ভরসা রাখা।

(গ) মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা, তাদের কাফের হওয়াতে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের ধর্ম ও মতবাদকে সঠিক জ্ঞান করা।

(ঘ) ইসলামী বিধান অপেক্ষা অন্য বিধানকে উত্তম মনে করা।

(ঙ) ইসলামী শরীয়তের কোন অংশকে অপছন্দ বা ঘৃণা করা।

(চ) ইসলামী শরীয়তের কোন অংশকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা উপহাস করা।

(ছ) যাদু করা; এর মাধ্যমে বশীকরণ বা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা।

(জ) মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদেরকে সাহায্য করা।

(ঝ) নিজেকে ইসলামী শরীয়তের ঊর্ধ্বে ভাবা।

(ঞ) দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তা শিক্ষা না করা এবং তার উপর আমল না করা।

(ফলক নং ১৯) ধর্মের ব্যাপারে নানা মুণির নানা মতঃ-

কেউ বলে, সব ধর্ম সমান।

কেউ বলে, যে কোন একটা ধর্ম মানলেই হল।

কেউ বলে, ধর্ম পালন করা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ আবার ধর্ম-নিরপেক্ষ!

কিন্তু সত্য কথা এই যে, ধর্ম এবং কেবল ইসলাম ধর্ম বিশ্বের সকল মানুষকে পালন করতে হবে। যে সকল ধর্ম পূর্বে ছিল, সে সকল ধর্মগ্রন্থে এ ধর্মের কথা এবং তার অনুসরণ করার উপদেশ এসেছে। অতএব ইসলামই সর্বশেষ ও বিকল্পহীন মুক্তির পথ।

(ফলক নং ২০) গায়রুল্লাহকে কখন ডাকা যাবে?

গায়রুল্লাহকে বিপদে সাহায্যের আশায় আহবান করা শির্ক। অবশ্য ৩টি শর্তে বৈধঃ-

(ক) যাকে আহবান করা হয়, তাকে জীবিত হতে হবে।

(খ) তাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

(গ) তার সাহায্য করার মত ক্ষমতা থাকতে হবে।

(ফলক নং ২১) কেউ কারো নয়

কিয়ামতে কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। কারো আত্মীয়তা কোন কাজে দেবে না। কোন বংশ-পরিচয় কারো কাজে লাগবে না। ঈমান সহ নেক আমল না থাকলে পরিত্রাণের পথ নেই কারো।

(ফলক নং ২২) শাফাআত বা সুপারিশ

কিয়ামতের বিচারে মহান আল্লাহ হাকীম হবেন, তিনিই হবেন উকীল ও সাক্ষী। তিনি সকলের সকল ভাষা এবং মনের কথাও জানেন। তিনি এ জগতের কোন হাকীম বা বাদশার মত নন। সেই ভয়ানক দিবস কিয়ামত কোর্টে কারো

সুপারিশ চলবে না। অবশ্য খোদ বিচারক আল্লাহ তাআলা চাইলে, তাঁর অনুমতিক্রমে কয়েকটি শর্তে কারো সুপারিশ চলবে ঃ-

(ক) সুপারিশকারীর সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

(খ) যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাকে তৌহীদবাদী (শির্কহীন) মুসলিম হতে হবে।

(গ) যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

(ঘ) সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর অনুমতি হতে হবে।

(ফলক নং ২৩) তাগূত হতে সাবধান!

প্রত্যেক সেই পূজ্যমান উপাস্য যে আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় এবং সে তার এই পূজায় সম্মত থাকে অথবা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতায় প্রত্যেক অনুসৃত বা মানিত ব্যক্তিকেই তাগূত বলা হয়। বলাই বাহুল্য যে, তাগূতকে অস্বীকার না করে আল্লাহর প্রতি ঈমান কোন কাজে দেবে না।

এ দুনিয়ায় তাগূত বহু আছে। অবশ্য তাদের প্রধান হল পাঁচটি ঃ-

(ক) শয়তান।

(খ) আল্লাহর বিধান বিকৃতকারী অত্যাচারী শাসক।

(গ) আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধান ছেড়ে অন্য বিধানানুসারে বিচারকর্তা শাসক।

(ঘ) আল্লাহ ব্যতীত ইলমে গায়েব (গায়েবী বা অদৃশ্য খবর জানার) দাবীদার।

(ঙ) আল্লাহর পরিবর্তে (নযর-নিয়ায, মানত, সিজদা প্রভৃতি দ্বারা) যার পূজা করা ও যাকে (বিপদে) আহবান করা হয় এবং সে এতে সম্মত থাকে।

(ফলক নং ২৪) শরীয়ত কি চায়?

শরীয়ত চায় কল্যাণ আনয়ন ও তা পরিপূর্ণ করতে এবং অকল্যাণ নিশ্চিহ্ন অথবা হ্রাস করতে। আপনার ইচ্ছাও তাই হওয়া উচিত।

শরীয়ত যা করতে আদেশ করে, তাতে নিশ্চয় পরিপূর্ণ অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক মঙ্গল আছে এবং যা হতে নিষেধ করে, তাতে পরিপূর্ণ অথবা

অপেক্ষাকৃত অধিক অমঙ্গল আছে।

আর এ কথা বিদিত যে, মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিতে যা অধিক আকর্ষণীয়, তা শরীয়তে নিষিদ্ধ। আর মানুষের মন হল মন্দপ্রবণ।

(ফলক নং ২৫) দ্বীন এসেছে মানুষের স্বার্থে

দ্বীন এসেছে মানুষের পাঁচ প্রয়োজন মিটাতে, মানুষের পাঁচটি জিনিস রক্ষা করতে। আর তা হল মানুষের ঃ জান, ঈমান, জ্ঞান, মান ও ধন।

উক্ত পাঁচ প্রকার স্বার্থে যে জিনিসে কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

মুসলিম সমাজে কেউ কারো ক্ষতি করবে না এবং কেউ ক্ষতির শিকারও হবে না।

(ফলক নং ২৬) দ্বীনের পর্যায় হল তিনটি

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান। ঈমান মানে বিশ্বাস। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। এর ধাতু 'সিল্‌ম' মানে শান্তি। 'ইহসান' মানে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন। তা মনে না করতে পারলে এই মনে রাখা যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে দেখছেন।

ইবাদত বা উপাসনা হল প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজের নাম, যা বললে ও করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট ও খুশী হন।

আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, তাঁকে ভালোবেসে, তাঁর রহমত ও বেহেশ্তের আশা রেখে এবং শাস্তি ও দোযখের ভয় রেখে।

(ফলক নং ২৭) ঈমানের রুক্‌ন (খুঁটি) ছয়টি

আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ফিরিশ্তার প্রতি ঈমান, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তাঁর প্রেরিত নবী ও রসূলসমূহের প্রতি ঈমান, (মৃত্যুর পর আর এক জীবন) পরকালের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর লিখিত তকদীর ও ভাগ্যের প্রতি ঈমান।

(ফলক নং ২৮) কুরআন কালজয়ী গ্রন্থ

সমস্ত আসমানী কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) সত্য। অবশ্য কুরআন সর্বশেষ, চিরন্তন ও অবিকৃত গ্রন্থ। অবশিষ্ট গ্রন্থ রহিত ও বিকৃত।

কুরআন বর্ণ ও শব্দ সহ আল্লাহর বাণী। তা ৩০ পারা এবং তার থেকে বেশী নয়। কুরআনের কোন অংশ কারো নিকট গোপন নেই।

(ফলক নং ২৯) নবী ও রসূল

সমস্ত নবী-রসূল সত্য। মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। ঈসা عليه السلام আল্লাহর আদেশে বিনা পিতায় কুমারী মারয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি। তিনি আসমানে আছেন এবং শেষ যামানায় পুনরায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতরূপে এ পৃথিবীতে আগমন করবেন। সকল নবীই আল্লাহর দাস ও দূত।

(ফলক নং ৩০) মরণের পর

কবরের আযাব সত্য। সত্য পুনরুত্থান ও কিয়ামতের বিচার। সত্য মীযান, হওযে কাওসার ও পুলসীরাত। সত্য জান্নাত ও জাহান্নাম।

(ফলক নং ৩১) জিন একটি জাতি

ফিরিশ্তা-জগতের মত জিন-জগৎও একটি অদৃশ্য জগৎ। জিনের শরীয়ত মানুষের শরীয়ত এবং মানুষের মতই তাদের সমাজ আছে। তারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে। তবে আল্লাহর যিকরে তাদের ক্ষতি প্রতিহত হয়।

অনুরূপভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত অদৃশ্য জগতের সমস্ত (ভূত-ভবিষ্যৎ ও পরকালের) খবর বিশ্বাস করা ঈমানদার মানুষের ঈমান রাখার জন্য জরুরী।

(ফলক নং ৩২) আল্লাহ যা করেন, ভালোই করেন

আল্লাহ যা করেন, তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। এ কথায় যেন আপনার পূর্ণ প্রত্যয় থাকে। অনেক সময় কোন বিষয়কে আপনার খারাপ মনে হলে আল্লাহর জ্ঞানে সেটাই হয়তো আপনার জন্য কল্যাণকর। কোন বিষয়কে ভাল মনে হলে আল্লাহর জ্ঞানে সেটাই হয়তো আপনার জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, আমরা জানি না। অতএব ভাগে আসা জিনিসকে ভাগ্য বলে বরণ করে নেওয়াই হল উত্তম।

(ফলক নং ৩৩) আল্লাহর ইচ্ছা না হলে

কাজের শুরুতেই আল্লাহর নাম নিন, সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। কাজে সফলতা পাবেন। সৃষ্টির কাছে কাজে বিফল হয়ে পরিশেষে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া লজ্জার কথা। আগামীতে কিছু করব বললে, 'ইন শাআল্লাহ' বলুন। বিস্ময় প্রকাশের সময় 'মা শাআল্লাহ' বলুন। আল্লাহ নারায হবেন না।

(ফলক নং ৩৪) ইসলামের রুক্‌ন (খুঁটি) পাঁচটি

কালেমা, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ।

(ফলক নং ৩৫) শরীয়তের বিধানসমূহ

শরীয়তের বিধানের পাঁচটি মান ঃ-

(ক) ফরয বা ওয়াজেব ঃ যা পালন না করলে মহাপাপ হয়।

(খ) সুন্নত বা মুস্তাহাব ঃ যা পালন করলে সওয়াব হয় এবং না করলে গোনাহ হয় না।

(গ) মুবাহ, জায়েয বা বৈধ ঃ যা করা না করায় কোন পাপ-পুণ্য নেই।

(ঘ) মকরূহ বা অপছন্দনীয় ঃ যা না করলে সওয়াব হয় এবং করলে গোনাহ হয় না।

(ঙ) হারাম, নাজায়েয বা অবৈধ ঃ যা করলে মহাপাপ হয়।

বিদআত ঃ শরীয়ত মনে করে অথবা করতে হয় মনে করে করা অথবা করতে নেই মনে করে না করা প্রত্যেক সেই কাজ যা করা বা না করার উপর কোন দলীল নেই। সুতরাং যদি কেউ বলেন, 'এটি বিদআত।' তাহলে আপনি তাঁকে বলবেন না যে, 'এটি বিদআত হওয়ার দলীল কি?' নচেৎ তিনি আপনাকে জাহেল ভাববেন। কারণ, বিদআত হওয়ার দলীল এই যে, তার কোন দলীল নেই।

জেনে রাখা দরকার যে, বিদআতের ভালো-মন্দ কোন ভাগ নেই। বরং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।

হারাম ঃ যা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল আছে। আল্লাহ অথবা তাঁর রসূল তা করতে নিষেধ করেছেন, তাই তা হারাম।

বৈধ ঃ যা করা যায়, যা করলে কোন দোষ নেই। আর বিধেয় ঃ যা করতে হয়, যা শরীয়তে বিধিবদ্ধ এবং তাতে সওয়াব আছে।

(ফলক নং ৩৬) শরীয়তের দলীল পাঁচটি

কুরআন (কিতাব), হাদীস (সুন্নাহ), ইজমা' (সর্ববাদিসম্মতি), কিয়াস (অনুমিতি) ও আষার (সাহাবীর উক্তি)।

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তের মূল উৎস হল কিতাব ও সুন্নাহ। অবশিষ্ট ৩টি দলীল উক্ত উভয়েরই অনুবর্তী। সুতরাং তা যদি উভয়ের প্রতিকূল হয়, তাহলে তা দলীল হিসাবে গণ্য নয়।

(ফলক নং ৩৭) সুন্নাহর উপর আমল

কেবল কুরআনই আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, কুরআন আপনাকে হাদীস মানতে বলে। আবার হাদীস বললেই 'হাদীস' নয়। কেবল সহীহ ও হাসান হাদীস মানুন। যয়ীফ ও জাল হাদীস থেকে দূরে থাকুন। সহীহ ও হাসান হাদীসই আমলের জন্য যথেষ্ট। অতএব হাদীস সহীহ (বা হাসান) হলে, তার সঠিক অর্থ বুঝে গেলে এবং তা মনসূখ (বা রহিত) নয় বলে নিশ্চিত হলে তা

সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া ওয়াজেব; যদিও তা নিজ জ্ঞান ও বিবেক বহির্ভূত বলে মনে হয় এবং তার পিছনে নিহিত যুক্তি ও হিকমত না বুঝা যায়।

(ফলক নং ৩৮) শুদ্ধ অন্তরাত্মা

অন্তর দেহস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা। অন্তর ঠিক ও শুদ্ধ হলে সারা দেহ ঠিক ও শুদ্ধ। অন্তর শুদ্ধ হলে মানুষের কাজও শুদ্ধ হয়।

বলাই বাহুল্য যে, যার অন্তর ভালো, তার কর্ম মন্দ হতে পারে না।

মানুষের অন্তর তিন প্রকার; জীবিত, মৃত ও পীড়িত।

অনুরূপভাবে মানুষের নাফ্স (আত্মা) ও তিন প্রকার; নাফ্সে মুত্বমাইন্নাহ, নাফ্সে আম্মারাহ ও নাফ্সে লাউওয়ামাহ।

বলাই বাহুল্য যে, জীবিত অন্তর ও নাফ্সে মুত্বমাইন্নাহ বিশিষ্ট মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ। অতঃপর পীড়িত অন্তর ও নাফ্সে লাউওয়ামাহ বিশিষ্ট মানুষ মন্দের ভাল। আর নিকৃষ্ট হল মৃত অন্তর ও নাফ্সে আম্মারাহ বিশিষ্ট মানুষ।

(ফলক নং ৩৯) হৃদয়ের আহার

জীবিত হৃদয়ের আহার আছে নানা প্রকার। তার মধ্যে বিশিষ্ট আহার হল, আল্লাহর যিক্র, কুরআন তেলাঅত, ইস্তিগফার, দুআ, দরূদ ও তাহাজ্জুদের নামায।

(ফলক নং ৪০) হৃদয়নাশক বিষ

চারটি জিনিস জীবিত অন্তরের জন্য মরণ ডেকে আনে; অবৈধ বা অপরিমিত খাদ্য, অবৈধ বা অপরিমিত কথা, অবৈধ বা অপরিমিত দৃষ্টি এবং অবৈধ বা অপরিমিত মিলামিশা।

(ফলক নং ৪১) নিয়ত যেমন কর্ম তেমন

প্রত্যেক কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কর্ম শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ হয় নিয়তের বিচারে। যেমন তার প্রতিদান ও প্রতিফল পাওয়া যায় তারই নিকযে।

মানুষের মন বড় আজীব। মনের নিয়ত, সংকল্প ও ইচ্ছার পরিবর্তনের ফলে একই কাজের মান বিভিন্নরূপে পরিবর্তন হয়।

যেমন একজনকে ফজরের পর মসজিদ থেকে তার নিজের বাড়ি আসা-যাওয়া করতে দেখলেন। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলল, ব্যায়াম করছি।

২য় আর একজনকে ফজরের পর মসজিদ থেকে তার নিজের বাড়ি আসা-যাওয়া করতে দেখলেন। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলল, আমার অমুক জিনিস হারিয়ে গেছি, তাই খুঁজছি।

৩য় আর একজনকে ফজরের পর মসজিদ থেকে তার নিজের বাড়ি আসা-যাওয়া করতে দেখলেন। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলল, আমার প্রেমিকার সাথে দেখা করার জন্য আমি ঘুরাঘুরি করছি।

৪র্থ আর একজনকে ফজরের পর মসজিদ থেকে তার নিজের বাড়ি আসা-যাওয়া করতে দেখলেন। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলল, আমি এক হুযুরের কাছে শুনেছি, ফজরের পর এইভাবে আনাগোনা করলে একটি উমরার সমান সওয়াব লাভ হয়।

৫ম আর একজনকে ফজরের পর মসজিদ থেকে তার নিজের বাড়ি আসা-যাওয়া করতে দেখলেন। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলল, অনেক দিন বিয়ে-শাদী হয়েছে, কিন্তু ছেলে-মেয়ে হয় না। এক বুযুর্গ বললেন, এইভাবে চক্কর লাগালে আমার সন্তান হবে!

৬ষ্ঠ আর একজনকে অনুরূপ টহল দিতে দেখলেন। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলল, দারোগার আদেশ, আমাকে এইভাবে পাহারা দিতে হবে।

সুতরাং একটাই কাজ ১ম জনের জন্য ভালো, ২য় জনের জন্য বৈধ, ৩য় জনের জন্য হারাম, ৪র্থ জনের জন্য বিদআত, ৫ম জনের জন্য শির্ক এবং ষষ্ঠ জনের জন্য ওয়াজেব।

(ফলক নং ৪২) হালাল-হারাম

মূলতঃ ইবাদত নিষিদ্ধ; যতক্ষণ না তা বিধেয় হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে, বিনা দলীলের ইবাদত বিদআত।

মূলতঃ সর্ব প্রকার পানাহার ও পোশাকাদি ব্যবহার বৈধ; যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। সুতরাং যা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল পাওয়া যাবে, তাই হারাম এবং অবশিষ্ট হালাল।

(ফলক নং ৪৩) অন্ধানুকরণ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া আর কারো অন্ধানুকরণ করবেন না। কোন ব্যক্তি, কোন দেশ, কোন জাতি বা ভাষার অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

(ফলক নং ৪৪) অন্ধ পক্ষপাতিত্ব

কোন ব্যক্তি যদি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে সেই ব্যক্তির স্বদেশী, স্বজাতি বা স্বভাষী সকলকেই খারাপ ভাববেন না। অনুরূপভাবেই কোন ব্যক্তি যদি আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করে, তাহলে সেই ব্যক্তির স্বদেশী, স্বজাতি বা স্বভাষী সকলকেই ভালো ধারণা করাও সঠিক নয়। যেহেতু ভালো-মন্দ সকল দেশ, জাতি ও ভাষার লোকের মধ্যেই আছে।

(ফলক নং ৪৫) ফির্কাহ নাজিয়াহ

মুসলিমদের ৭৩টি ফির্কার মধ্যে যে ১টি ফির্কা হকপন্থী, ইহকালে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত, পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং বেহেশ্তগামী, তাকে 'আহলুস সুন্নাহ অল-জামাআহ' বলা হয়। কেউ কেউ সেই জামাআতের নাম দিয়েছেন, আহলুল আষার, আহলুল হাদীস বা সালাফী। এর নাম শুনে চকিত ও বীতশ্রদ্ধ না হয়ে আকীদা ও আমলে তার মৌলনীতি অধ্যয়ন করুন, ইন শাআল্লাহ আপনিও ঐ কাফেলার সঙ্গী হবেন। আর জেনে রাখুন যে, সন্ত্রাসের সাথে এ জামাআতের নিকট বা দূরের কোন সম্পর্ক নেই।

(ফলক নং ৪৬) কার কথা মান্য

উম্মতের মধ্যে নবী ছাড়া অন্য কেউ নিষ্পাপ নয়। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত নয়। তিনি ছাড়া অন্যান্যের উক্তি যেমন গ্রহণযোগ্য তেমনি প্রত্যাখ্যানযোগ্যও।

(ফলক নং ৪৭) মান্যবরের আদেশ মান্য কখন?

সৃষ্টিকর্তার আইন অমান্য করে সৃষ্টির আইন মান্য করা বৈধ নয়। পালনকর্তার অবাধ্য হয়ে কোন মান্যবরের বাধ্য হওয়া অথবা আল্লাহ বা তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

(ফলক নং ৪৮) মতভেদ কেন?

উম্মতের কোন সাহাবী আল্লাহর নবীর সমস্ত হাদীস জানতেন না, জানা সম্ভবও ছিল না। সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরাও জানতেন না। কোন ইমামের পক্ষেও সমস্ত হাদীস জানা সম্ভব হয়নি। অনেকের কাছে যয়ীফসূত্রে হাদীস পৌঁছে থাকলেও সহীহসূত্রে পৌঁছেনি। আর এই ভাবেই অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে দ্বীনের মাসায়েলে।

(ফলক নং ৪৯) মযহাবের তকলীদ

কোন এক মযহাবের তকলীদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন শরয়ী দলীল নেই। কোন ইমামই বলে যাননি যে, তাঁর তকলীদ করতে হবে। বরং প্রত্যেকেই এক বাক্যে বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।'

(ফলক নং ৫০) হক চিনবেন কিভাবে?

হক চিনতে হলে তার দলীল দেখে চিনতে হয়। কোন ব্যক্তি দেখে হক চেনা ঠিক নয়। ঠিক হল হক দেখে ব্যক্তি চেনা। বড় পাগড়ী বা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা

দেখে আলেম চেনা ভুল। সঠিক হল ইল্‌ম দেখে আলেম চেনা। সংখ্যাধিক্য দেখে হক নির্ণয় করা ঠিক নয়। সঠিক নয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে 'জামাআত' মনে করা। কেউ হকপন্থী হলে যদি সে একাও হয়, তাহলে সে একাই একটি 'জামাআত'। গ্রামের লোকের একজন ছাড়া অন্য কেউই যদি নামায না পড়ে, তাহলে সে সেই গ্রামের একাই জামাআত।

যেমন ব্যক্তি বিশেষের গুণ বা দোষ দেখে একটি পুরো জাতি বা জামাআতের নাম বা বদনাম করা ঠিক নয়।

(ফলক নং ৫১) ইখতিলাফ কি রহমত?

মতানৈক্য মোটেই ভাল নয়। মতবিরোধ বিদ্বেষ ও জাতির দুর্বলতার মূল কারণ। মতানৈক্য কোনক্রমেই আল্লাহর রহমত হতে পারে না। অবশ্য মতভেদ ও কর্মের প্রকারভেদের মাঝে পার্থক্য আছে। যে প্রকারভেদে শরীয়তের অনুমোদন রয়েছে, যে কাজকে শরীয়ত একাধিক নিয়মে করতে অনুমতি দিয়েছে আসলে সেটাই হল রহমত।

(ফলক নং ৫২) সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমাম সম্বন্ধে মন্তব্য

কোনও সাহাবী, তাবেয়ী বা ইমামের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কটাক্ষ ও অসমীচীন মন্তব্য করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। তাঁরা ঠিক করে গেলে ২টি এবং ভুল করে গেলেও ১টি সওয়াবের অধিকারী। আমাদের উচিত, তাঁদের প্রত্যেককে ভালোবাসা, তাঁদের জন্য দুআ করা এবং তাঁদের সঠিক সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া।

(ফলক নং ৫৩) দুই সত্যবাদীর পরস্পরবিরোধী কথার মধ্যে কারটিকে মানবেন?

একটি ঘটনার ব্যাপারে যদি দু'জন লোকের একজন বলে, ঘটেছে এবং অপরজন বলে ঘটেনি এবং উভই যদি আপনার নিকট সমপরিমাণে বিশ্বস্ত হয়,

তাহলে যে বলছে ঘটেছে, তার কথাটি মেনে নিন। কারণ, উভয়েই সত্যবাদী হলে দেখা জিনিসকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে না দেখার বিভিন্ন যুক্তি ও কারণ থাকতে পারে। যেমন সে খেয়াল করেনি অথবা তা তার সামনে ঘটেনি অথবা সে দেখেছে কিন্তু ভুলে গেছে ইত্যাদি।

(ফলক নং ৫৪) দুই বিশ্বস্ত লোকের পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের মধ্যে কারটিকে গ্রহণ করবেন?

একটি লোকের ব্যাপারে যদি দু'জন লোকের একজন বলে, সত্যবাদী এবং অপরজন বলে মিথ্যাবাদী এবং উভই যদি আপনার নিকট সমপরিমাণে বিশ্বস্ত হয়, তাহলে যে বলছে মিথ্যাবাদী, তার কথাটি মেনে নিন। কারণ, উভয়েই সত্যবাদী হলে অতিরিক্ত জানা জিনিসকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে না জানার বিভিন্ন যুক্তি ও কারণ থাকতে পারে। যেমন সে খেয়াল করেনি অথবা সে তার সামনে মিথ্যা বলেনি অথবা অন্য কিছু।

(ফলক নং ৫৫) অপেক্ষাকৃত ভাল

দুটি ভালো কাজের মধ্যে যদি একটি করতে হয় এবং অপরটি ছাড়তে হয়, তাহলে যেটি আপনার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী ভালো ও সহজ সেটিই করুন। অবশ্য এই অবস্থায় অথবা দুটিই সমান হলে দুটির যে কোনও একটি করতে বাধা থাকবে না। যেমন দুটির মধ্যে একটি ওয়াজেব ও অপরটি মুস্তাহাব হলে, ওয়াজেব পালন করাই জরুরী।

দুটি মন্দ কাজের মধ্যে যদি একটি করতেই হয় এবং অপরটি ছাড়া যায়, তাহলে যেটি আপনার জন্য অপেক্ষাকৃত কম মন্দ সেটিই করুন। অবশ্য দুটিই সমান হলে দুটির যে কোনও একটি নিরুপায় হলে করতে পারবেন। যেমন দুটির মধ্যে একটি হারাম ও অপরটি মকরূহ হলে, হারাম বর্জন করাই জরুরী।

(ফলক নং ৫৬) লাভ না হলেও, ক্ষতি দূর করুন

একই কাজের পশ্চাতে যদি লাভ-ক্ষতি দুই থাকে। তাহলে লাভ করার চেষ্টা না করে ক্ষতি যাতে না হয়, তারই চেষ্টা করুন। অবশ্য লাভের অংশ বিশাল এবং ক্ষতির অংশ কিঞ্চিৎ হলে সে কথা ভিন্ন।

(ফলক নং ৫৭) মন্দ কাজ দেখলে

মুমিনের গুণ হল, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া। কোন মন্দ কাজ দেখলে তার উচিত, শক্তি থাকলে শক্তি দ্বারা, তা না থাকলে উপদেশ দ্বারা প্রতিহত করা। তাতেও অক্ষম হলে মন্দকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করা এবং সে কাজে কোন প্রকার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা না করা।

(ফলক নং ৫৮) মন্দ দূর করার পদ্ধতি

মন্দকে মন্দ দিয়ে দূর করা যায় না। পেশাব দিয়ে পায়খানা ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন হয় না। আগুনকে আগুন বা পেট্রোল দিয়ে না নিভিয়ে পানি দ্বারা নিভাতে হয়।

যেমন কোন মন্দ দূর করতে গিয়ে যেন অধিকতর মন্দ সৃষ্টি না হয়ে যায়। নচেৎ সে মন্দ দূর করা বাঞ্ছনীয় নয়।

(ফলক নং ৫৯) দাওয়াত দানের পদ্ধতি

মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে সমাজে। কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল আম্বিয়ায়ে কিরামের পদ্ধতি। যে পদ্ধতি মহানবী ﷺ বিশিষ্ট সাহাবী মুআয বিন জাবাল ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণকালে শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ

সর্বপ্রথম হবে তাওহীদ গ্রহণ ও শির্ক বর্জনের দাওয়াত।

তা গ্রহণযোগ্য হলে তারপর নামায আদায়ের দাওয়াত।

তা গ্রহণযোগ্য হলে তারপর যাকাত আদায়ের দাওয়াত।

এবং এইভাবে অধিকতর জরুরী জিনিসের প্রতি আহবান করে মানুষকে প্রকৃত মুসলিম রূপে গড়ে তুলতে হবে।

(ফলক নং ৬০) কাউকে 'কাফের' বলে মন্তব্য

কুরআন ও হাদীসের পাকা দলীল ছাড়া কাউকে কাফের বলা যাবে না। সুতরাং কাউকে 'কাফের' বলে ফতোয়া অথবা মন্তব্য করার আগে মনে রাখবেন যে, সে যদি আসলে কাফের না হয়, তাহলে আপনি কাফের। তদনুরূপ প্রকৃত কাফেরকে কাফের জ্ঞান না করাও এক প্রকার কুফরী। অতএব সাবধান!

প্রকাশ থাকে যে, কুফরীরও ছোট-বড় আছে। বলা বাহুল্য কুফরী ছোট হলে তা করে ফেললে মানুষ দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায় না।

(ফলক নং ৬১) জান বাঁচানো ফরয

মানুষ যেখানে নিরুপায়, সেখানে হারাম খেতে, পরতে ও করতে বাধ্য। নিরুপায় হয়ে শির্ক বা কুফরী করলেও আল্লাহ ধরবেন না। আত্মহত্যা মহাপাপ। তা বলে 'জান বাঁচানো ফরয'-এর দোহাই দিয়ে সামান্য ওজরে হারামকে হালাল করা বৈধ নয়। যেহেতু আপনার প্রয়োজনীয়তা ও উপায়হীনতার কথা অন্তর্যামী আল্লাহর অবিদিত নয়।

(ফলক নং ৬২) উপায় অবলম্বন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সৎ হলেই তা সাধনের জন্য যে কোন উপলক্ষ্য ও উপায় অবলম্বন করা বৈধ নয়। বরং তার জন্য অবৈধ উপায় ও অসীলা ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য উপায় ও অসীলা বৈধ হলে কোন ওয়াজেব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন করতে তা ব্যবহার করা ওয়াজেব এবং কোন মুস্তাহাব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন করতে তা ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

(ফলক নং ৬৩) শরীয়তের সাথে বিবেকের সংঘাত হলে

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সাথে সুস্থ বিবেকের কোন সংঘর্ষ ও সংঘাত থাকতে পারে না। আপাতঃদৃষ্টিতে তা মনে হলে নিজের জ্ঞান ও বিবেককেই দোষারোপ করতে হবে এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বক্তব্যকে ঘাড় পেতে মেনে নিতে হবে। তদনুরূপ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সাথে সঠিক বিজ্ঞানের কোন সংঘর্ষ ও বিরোধ থাকতে পারে না। আপাতঃদৃষ্টিতে তা মনে হলে বিজ্ঞানের তথ্যের উপর কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর তথ্য প্রাধান্য পাবে। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে জরুরী এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা হতে হবে।

(ফলক নং ৬৪) মানবাধিকার

ইসলাম সকল মানুষকে সমান অধিকার দেয়নি। মুসলিম ও কাফেরের অধিকার সবক্ষেত্রে এক হতে পারে না। পুরুষ ও নারীর অধিকার সবক্ষেত্রে সমান নয়। নিরপরাধ ও অপরাধীর অধিকার এক হওয়া অসম্ভব। অবশ্য ইসলাম প্রত্যেককে তার প্রাপ্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম। সৃষ্টিকর্তা একজনকে আমীর এবং অপরজনকে ফকীর করে, একজনকে নেতা ও অপরজনকে অনুগত করে, একজনকে কর্তা ও অপরজনকে অনুসারী করে কোন অন্যায় ও যুলুম করেননি।

(ফলক নং ৬৫) মুসলিমদের আমল ইসলাম নয়

ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম, কিন্তু মুসলিমরা অত্যাচারী হলে ইসলামের দোষ কি? ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম, কিন্তু মুসলিমরা অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা হলে ইসলামের অপরাধ কি? ইসলাম রহমতের ধর্ম, কিন্তু মুসলিমরা বেরহম হলে ইসলামের ত্রুটি কি? ইসলাম জাতিগতভাবে সমতার ধর্ম, কিন্তু মুসলিমরা বর্ণ-বৈষম্যের শিকার হলে ইসলামের অন্যায় কি?

বলা বাহুল্য, জ্ঞানীরা মুসলিমদের আমল দেখে নয়, বরং ইসলাম দেখে ইসলাম চিনে বরণ ও প্রশংসা করে থাকেন।

(ফলক নং ৬৬) যাহেদ কে?

যাহেদ ও সংসার-বিরাগী সে নয়, যে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগী বা দরবেশ সাজে। আসলে যাহেদ হল সেই,

(ক) যে পরিপূর্ণ একীনের সাথে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, নিজ অর্থ-সম্পত্তির উপর ভরসা রাখে না এবং নিজের ভাগ্য নিয়ে অল্পে তুষ্ট থাকে। অধিক ধনের আশায় তার মন লোভী নয়। ধনলাভে আনন্দিত নয়।

(খ) যার দুঃখের অবস্থা সুখের অবস্থা থেকে পৃথক নয়। বিপদে ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হলেও কোন প্রকার বিচলিত নয়। ধনক্ষয়ে দুঃখিত নয়।

(গ) যার নিকট তার প্রশংসাকারী ও (ন্যায়ানুগ) নিন্দাকারী সমান। যে নিজের জন্য নাহক প্রশংসা পছন্দ করে না এবং ন্যায় সঙ্গতভাবে তার বিরুদ্ধে সমালোচনাকেও অপছন্দ করে না। যেহেতু সে ধনলোভী নয় এবং মানলোভীও নয়।

(ফলক নং ৬৭) আল্লাহর অলী কে?

প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর অলী (বন্ধু)। অবশ্য যাঁর তাক্বওয়া যত বেশী, তিনি তত বড় আল্লাহর অলী। আর আল্লাহর অলীর এমন কোন পর্যায় নেই, যেখানে পৌঁছে শরীয়তের গন্ডি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন। আল্লাহর নবীগণও আজীবন শরীয়ত মেনেই আল্লাহর মা'রিফাত ও সন্তুষ্টি লাভ করে গেছেন। পক্ষান্তরে যে নিজেকে শরীয়তের বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করে, সে আল্লাহর অলী হওয়া তো দূরের কথা, সে নবীর উম্মতই নয়। আর তার দেখানো অলৌকিক কর্মকান্ড কারামত নয়, বরং খুরাফাত।

(ফলক নং ৬৮) আওলিয়ার কারামত

কারামত সত্য। তবে প্রত্যেক অলৌকিক কান্ড মানেই কারামত নয়। তা যাদু, ভেল্কিবাজি অথবা আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে প্রতারণাও হতে পারে। আসলে কারামত কোন আল্লাহর অলী নিজের ইচ্ছামত দেখাতে পারেন না। বরং আল্লাহর ইচ্ছা হলেই অলীর মর্যাদা বর্ধনের জন্য তা তাঁর হাতে প্রদর্শন করে

থাকেন। পক্ষান্তরে যাদু ইত্যাদি যখন ইচ্ছা তখনই দেখানো যায়। অতএব সরল মনে সবকিছুকে কারামত মনে করে গ্রহণ করা বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাছাড়া যদি কেউ পানির উপর চলা দেখান, আগুনের ভিতর প্রবেশ হতে দেখান, বাতাসে উড়া দেখান, তাঁর অবস্থানক্ষেত্রে বন্যা না আসে বা নদীর বাঁধ না ভাঙ্গে, গায়বের খবর বলতে পারে, তাহলেও আমরা তাঁর কোন প্রকার ইবাদত করতে পারি না। তিনি যদি মহানবী ﷺ-এর আদর্শের অনুবর্তী হন, তাহলে আমরা তাঁর উপদেশ মানব এবং তাঁকে এমনভাবে মানব না, যাতে আল্লাহর সাথে শির্ক হয়ে যায়। আর তিনি তাঁর আদর্শ বহির্ভূত হলে আমরা তাঁকে ভন্ড জানব।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পাথরের কাছে কেউ ধন বা সন্তান পেলে জ্ঞানীর কাছে পাথরের কোন মাহাত্ম্য বাড়ে না। পাওয়ার কারণ তাঁর কাছে অন্য কিছু।

(ফলক নং ৬৯) অদৃশ্যের খবর

আকাশ ও পৃথিবীর কেউই গায়ব বা অদৃশ্যের খবর জানে না। গায়বের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে। অবশ্য কোন অসীলার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে সে খবর জানান, সে জানতে পারে। যেমন অহীর মাধ্যমে মহানবী ﷺ অনেক গায়বী খবর জেনেছেন। জিন ও যন্ত্রের মাধ্যমেও অদৃশ্যের কোন কোন খবর জানা সম্ভব। অবশ্য যে খবর কোন অসীলার মাধ্যমে জানা যায়, সে খবর অদৃশ্যের নয় বরং দৃশ্যের।

(ফলক নং ৭০) অসীলা

যে অসীলা ধরতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, তা হল ঈমানের সাথে নেক আমলের অসীলা। সুতরাং যার আমল ও ইবাদত যত সঠিক ও বেশী হবে, তার নাজাতের অসীলা তত মজবুত হবে।

আরো ৩ শ্রেণীর অসীলা রয়েছে, যার একটি ধরা বৈধ, একটি বিদআত ও অপরটি শির্ক।

(ক) আল্লাহর গুণাবলী ও স্বকৃত নেক আমলের অসীলা দিয়ে দুআ করা বৈধ। যেমন জীবিত কোন নেক লোকের নিকট দুআর আবেদন করে দুআ নেওয়া বৈধ।
(খ) আম্বিয়া ও আওলিয়ার সত্তা বা মর্যাদার অসীলা ধরে দুআ করা বিদআত।
(গ) কোন সৃষ্টিকে অসীলারূপে বরণ করে তাকে আল্লাহ ও তার নিজের মাঝে যোগাযোগ রক্ষাকারী ও তাঁর দরবারে সুপারিশকারী মনে করা এবং সুখে-দুঃখে তাকে আহবান করা শির্ক।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যার ঈমান ও আমল যাকে পশ্চাদ্বর্তী করে ফেলবে, তার বংশমর্যাদা তাকে অগ্রবর্তী করতে পারবে না।

(ফলক নং ৭১) তাবার্রুক

কি মুবারক, কি শরীফ আর কি পবিত্র তা মানুষের ধারণামতে নির্ধারিত হয় না। বরং শরীয়ত যে কাল-পাত্রকে শরীফ ও মুবারক বলে চিহ্নিত করেছে কেবল তাই শরীফ ও মুবারক, অন্য কিছু নয়।

ব্যক্তিত্বের মধ্যে কেবল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর ব্যবহৃত জিনিসই বর্কতময় ছিল। তাঁর নায়েবরা সে বৈশিষ্টের অধিকারী নন। অতএব অন্য কোন ব্যক্তিত্ব বা স্থান-কালের মাধ্যমে তাবার্রুক গ্রহণ করা বিদআত ও শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

(ফলক নং ৭২) কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার পর কেবল দুটি উদ্দেশ্যে বৈধ করা হয়েছে; আখেরাতকে স্মরণ এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ-সালাম করার উদ্দেশ্যে।

বাকী দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে কবর যিয়ারত করা নিষিদ্ধ।
কবরের ধারে-পাশে কোন ইবাদত বা দুআ কবুল হওয়ার আশায় যিয়ারত করা বিদআত।

কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া, তার উদ্দেশ্যে সিজদা, তওয়াফ ও প্রণাম করা, তার নামে নযর মানা ও পশু যবেহর উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা শির্ক।

(ফলক নং ৭৩) জিহাদ ও সন্ত্রাস

দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, আল্লাহর কালেমা সুউচ্চ করার জন্য জিহাদ বিধেয়। আর তার জন্য শর্ত হল মুসলিম নেতা ও যথেষ্ট ক্ষমতা। অবশ্য সে নেতার নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়।

প্রকাশ থাকে যে, সন্ত্রাস আর জিহাদ এক নয়। ইসলামে সন্ত্রাসের স্থান নেই।

(ফলক নং ৭৪) জান্নাত-জাহান্নামের সার্টিফিকেট

জিহাদ করতে গিয়ে যে খুন হয়, সে শহীদ। যে ভাল কাজ করে সে জান্নাতী। যে খারাপ কাজ করে সে জাহান্নামী। -এসব কথা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু অমুক জিহাদে খুন হয়েছে, অতএব সে শহীদ। অমুক ভালো কাজ করে, অতএব সে জান্নাতী। অমুক খারাপ কাজ করে, অতএব সে জাহান্নামী। -নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য এমন সার্টিফিকেট দেওয়া কোন মানুষের পক্ষে অহী ছাড়া সম্ভব নয়। বাহ্যিক কর্ম দেখে মানুষ আশা করতে পারে, নিশ্চিত হতে পারে না।

(ফলক নং ৭৫) ইসলামী জীবন

ইসলামে আছে সমাজনীতি, অর্থনীতি রাজনীতি এবং সর্বপ্রকার কল্যাণনীতিই। ইসলামে আছে ইসলামী রাজনীতি।

ইসলামী রাজনৈতিক জীবনধারার বিভিন্ন পর্যায় আছে; মক্কী জীবন, হাবশী জীবন, মাদানী জীবন প্রভৃতি। আপনি যেখানে যে জীবন নিয়ে সংসার করছেন, মহানবী ﷺ-এর সেই জীবনের অনুসরণ করুন, সুফল ও সফলতা পাবেন। পক্ষান্তরে মক্কী জীবন নিয়ে সংসার করে তাঁর মাদানী জীবনের অনুসরণ করলে অবশ্যই কুফল ও অসফলতা পাবেন।

প্রকাশ থাকে যে, অনৈসলামী রাজনীতি ত্যাগ করাও এক প্রকার ইসলামী রাজনীতি।

(ফলক নং ৭৬) মধ্যপন্থায় আছে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা

সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। মধ্যপন্থায় নিরাপদে থাকবেন। ইসলাম মধ্যমপন্থী ধর্ম। মুসলিম মধ্যমপন্থী জাতি। মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন ধর্মীয় আচরণে, সাংসারিক ব্যবহারে, খরচে, পানাহারে, কারো প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়, কোন ব্যক্তি ও জামাআতের প্রতি ভক্তিতে। অতির কিছু ভালো নয়। অতিতে ক্ষতি আছে। সুতরাং কিছুতে অতিরঞ্জন যেমন নিন্দনীয়, তেমনি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শনও নিন্দনীয়।

জেনে রাখা দরকার যে, এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শির্ক ও মূর্তিপূজা শুরু হয় নূহ ﷺ-এর যুগে কিছু মানুষের কিছু ভালো লোকের প্রতি শ্রদ্ধায় অতিরঞ্জনের ফলে।

আর মানুষের দ্বীনের প্রতি অনীহা ও অবজ্ঞার কারণ হল, পরকালের প্রতি বিশ্বাসহীনতা অথবা ক্ষীণতা।

(ফলক নং ৭৭) প্রেমের সীমারেখা

প্রেম বড় পবিত্র। তাকে অপবিত্র করবেন না। প্রেম যেন আপনাকে অন্ধ ও বধির করে না তোলে। তাছাড়া অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। আর প্রেমিক কোনদিন শত্রুও হতে পারে। সুতরাং সাবধান!

(ফলক নং ৭৮) শান্তি কিসে আছে?

আপনি যদি অশান্তি ভোগ করেন ও শান্তি কামনা করেন, তাহলে আসল শান্তি শারাব বলুন, আর গান-বাজনাই বলুন অথবা নারীই বলুন কোন কিছুতেই নেই। আসলে আল্লাহর এক নাম শান্তি (সালাম), তিনিই মানুষের শান্তির সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তাঁর স্মরণেই আছে প্রকৃত শান্তি। আপনি এ কথা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

(ফলক নং ৭৯) শান্তির প্রেস্কিপ্‌শন

ক্রোধ দমন করুন। লোভ সংবরণ করুন। প্রবৃত্তিকে জয় করুন। অহংকার থেকে দূরে থাকুন। হিংসা থেকে পলায়ন করুন। কার্পণ্য বর্জন করুন। কুধারণা থেকে সাবধান থাকুন। গুজব ও রটনা থেকে নিজের কান ও জিভকে তফাতে রাখুন।

(ফলক নং ৮০) আল্লাহর ভয় শ্রেষ্ঠ পাথেয়

তাকওয়া, পরহেযগারী, ধর্মভীরুতা, সংযমশীলতা বা সাবধানতা বান্দার জন্য শ্রেষ্ঠ পাথেয়। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সে, যার মনে আছে আল্লাহর ভয় ও পরহেযগারী।

যে যত বড় পরহেযগার, সে আল্লাহর নিকট তত বড় মর্যাদাসম্পন্ন।
মহান আল্লাহ পরহেযগার মানুষদের সাথী।
যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া রাখে, আল্লাহ তাকে সুস্থ বিবেক দান করেন।
পরহেযগার লোকেরা শত বিপদে রক্ষা লাভ করেন। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর আযাব ও গযব থেকে বাঁচিয়ে নেন।
যারা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের সব কাজ সহজ করে দেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান দান করেন, বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায় করে দেন, তাদেরকে ধারণাতীত উৎস থেকে রুযী দান করেন এবং তাদের গোনাহ-খাতা মাফ করে প্রচুর সওয়াব দান করেন।

তাকওয়া হল, যথাসাধ্য আদেশ ও বিধেয় কর্ম পালন করে এবং সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ ও সন্দিগ্ধ কর্ম থেকে এমনকি কিছু বৈধ কর্ম থেকেও দূরে থেকে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া।

সুতরাং যেখানেই থাকুন আল্লাহকে ভয় করুন।

(ফলক নং ৮১) নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করুন

ফরয ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, মনে শান্তি পাবেন। ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে বিপদে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন।

(ফলক নং ৮২) দুআ মুমিনের হাতিয়ার
দুআ করতে বিরক্তি বা অক্ষমতা প্রকাশ করবেন না। দুআ আপনার অস্ত্র। বড় অক্ষম সে ব্যক্তি, যে দুআ করতে অক্ষম।

(ফলক নং ৮৩) আল্লাহর ওয়াদা কখন পূর্ণ হয়?
সৃষ্টিকর্তার দেওয়া কোন ওয়াদা পূর্ণ না হলে জানতে হবে দুটির মধ্যে কোন একটি ঘটেছে; হয় সে ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার কোন শর্ত পালিত হয়নি অথবা তা পূর্ণ হতে কোন না কোন বাধা আছে। অতএব শর্ত পালন ও বাধা দূর করতে পারলে তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

(ফলক নং ৮৪) বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা
মনের মত মানুষ না পেলেও অপরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসুন, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা হতে বিরত থাকুন। আল্লাহর ওয়াস্তে দান করুন, আল্লাহর ওয়াস্তে দান করা হতে বিরত থাকুন। মুমিন ছাড়া অন্য কারো বন্ধু হবেন না এবং মুত্তাকী ছাড়া অন্য কেউ যেন আপনার খাদ্য না খেতে পায়।

(ফলক নং ৮৫) ভালো স্ত্রীর কাছে ভালো হন
ভালো স্ত্রীর কাছে ভালো হওয়ার চেষ্টা করুন। যে স্ত্রীর কাছে ভালো সে সকলের কাছে ভালো।

(ফলক নং ৮৬) স্ত্রী নাফরমান হলে
স্ত্রী নাফরমান হলে কি করতে পারেন? টেরামি তো তার জাত-স্বভাব। অতএব তাকে নিয়েই হিকমতের সাথে সংসার করুন। ছেলে বড় হলে তার সাথে আর ছেলের মত নয়, বরং ভায়ের মত ব্যবহার করুন, শান্তি পাবেন।

পারা খসে পড়া আয়না যদি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে তার পিছনে কিছু রেখে নিজের চেহারা দেখুন। তা ভেঙ্গে ফেললে তো সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। অতএব নাই মামা থেকে কানা মামাই ভাল।

(ফলক নং ৮৭) খেলার বৈধাবৈধ
যে খেলায় শরয়ী, শারীরিক অথবা দাম্পত্য কোন উপকার নেই, তা খেলা বৈধ নয়। এই জন্য তীরন্দাজি খেলা, ঘোড়দৌড় খেলা, সাঁতার খেলা ও স্ত্রীর সাথে প্রেম খেলা ছাড়া অন্য খেলাকে অবৈধ বলা হয়েছে।

(ফলক নং ৮৮) বৈধ মিথ্যা
মিথ্যা বলা হারাম। অবশ্য তিন সময় তা বৈধ করা হয়েছে; যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সাথে, দুই বিবদমান লোকের মাঝে সন্ধি করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর আপোসে প্রেমালাপ ও একে অন্যের মন জয় করার সময়।

(ফলক নং ৮৯) আবেগ ও রাগ
যে মানুষের প্রচন্ড রাগ অথবা আবেগ আছে, সে মানুষ নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য নয়। রাগ থাকা ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত অবশ্যই ভাল নয়। আবেগ থাকা ভাল, কিন্তু তাতে শরয়ী লাগাম থাকা জরুরী। তা না হলে আবেগ বেগময় ঝড়ে পরিণত হয়। বেগতিক হয় কাজের গাড়ি।

(ফলক নং ৯০) লজ্জাশীলতা
লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশবিশেষ। তা পুরুষের সৌন্দর্য এবং নারীর অলঙ্কার। লজ্জাহীন মানুষ যাচ্ছেতাই করতে পারে।

(ফলক নং ৯১) অল্পে তুষ্ট হন
সংসারে যা পেয়েছেন, তাই নিয়ে পরিতুষ্ট হন। ভাগে যা পেয়েছেন তাই নিয়ে এবং অল্পে তুষ্ট হওয়ার মত সুখ আর নেই।

(ফলক নং ৯২) কৃতজ্ঞ হন

শুধু মানুষের দেহেই কত রকম নেয়ামত রয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহর দেওয়া আহার, পানি, বাতাস প্রভৃতি নেয়ামতের জন্য আমাদের উচিত, আল্লাহর নিকট যথার্থরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

প্রথমতঃ মনে মনে এই স্বীকার করা যে, এ সমূহ নেয়ামত আল্লাহরই দান।

দ্বিতীয়তঃ মুখে তা বয়ান করে আল্লাহর প্রশংসা করা। (অবশ্য তাতে যেন গর্ব প্রকাশ না পায়।)

তৃতীয়তঃ মহাদাতা আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হওয়া।

চতুর্থতঃ তাঁর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করা।

পঞ্চমতঃ তাঁরই সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় ও ব্যবহার করা এবং তিনি যাতে অসন্তুষ্ট হবেন তাতে তা ব্যয় ও ব্যবহার না করা।

এইরূপ শুকরিয়া আদায় করতে পারলে নেয়ামতে বৃদ্ধিলাভ হবে। অন্যথা আল্লাহর আযাব বড় কঠিন।

(ফলক নং ৯৩) হিকমত অবলম্বন করুন

প্রত্যেক কাজে হিকমত অবলম্বন করুন। হিকমত ছাড়া কাজে ঠকতে ও পস্তাতে হয়। যে কথায় কোন হিকমত নেই তা অসার এবং যে কাজে কোন হিকমত নেই তা বৃথা।

(ফলক নং ৯৪) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করুন, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখুন, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করুন। আর জেনে রাখুন যে, সন্তানের জন্য পিতামাতা এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী হল জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

(ফলক নং ৯৫) ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখুন

প্রত্যেক কাজে, জীবের সাথে ব্যবহারে, বিচারে-আচারে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করুন। কোন ব্যক্তি ও জামাআত সম্বন্ধে মন্তব্য করার সময়, ক্রোধ ও

যুদ্ধের সময়, অপরের সমালোচনা করার সময়, কিছু বিলি-বন্টন বা কারো কিছু খন্ডনের সময়।

(ফলক নং ৯৬) আপনার রহস্য

প্রত্যেক সফল ও সম্পদশালী ব্যক্তি হিংসার শিকার হয়। অতএব আপনি সফলতা ও সম্পদ অর্জনের পূর্বে তা প্রচার না করে গোপনীয়তার সাথে কাজ করুন। যাতে আপনার পথে কোনরূপ বাধা না পড়ে। কোন ভেদের কথা নিজ স্ত্রীকেও অপ্রয়োজনে বলবেন না। কারণ, তাতে বিপদও হতে পারে।

(ফলক নং ৯৭) আল্লাহর উপর ভরসা

কেবল আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন, সব কাজে সফলতা পাবেন, তিনিই আপনার কর্মবিধায়ক হবেন। কোন সৃষ্টির উপর অথবা অর্থ-সম্পদের উপর ভরসা রাখবেন না, তাতে লজ্জিত হবেন।

কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং উপায়-উপাদান ও ব্যবস্থা অবলম্বন না করা আল্লাহর হিকমতে ত্রুটি আরোপ করার শামিল এবং আল্লাহর উপর ভরসা না করে কেবল উপায়-উপাদান ও ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর ভরসা করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করাই হল ইসলামের নীতি।

জেনে রাখা দরকার যে, একান্ত আল্লাহর উপর ভরসাকারী আল্লাহভীরু একটি সম্প্রদায় বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

(ফলক নং ৯৮) আল্লাহর প্রতি আস্থা

প্রত্যেক কাজে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের আশা রাখুন এবং হিম্মত উঁচু রাখুন। আর বিশ্বাস রাখুন যে, মুমিনের জন্য বিজয় ও সাফল্য সুনিশ্চিত।

(ফলক নং ৯৯) সবুরে মেওয়া ফলে

ধৈর্য ধারণ করুন। সবুরে মেওয়া ফলে। ধৈর্য ধরুন ইল্‌ম শিখতে, আমল ও তবলীগ করতে। ধৈর্য ধরুন আল্লাহর লিখিত তকদীরে বিপদে-আপদে। ধৈর্য

ধরুন আল্লাহর আদেশ পালনে এবং ধৈর্য ধরুন তার নিষেধ পালনে। ধৈর্য ধরুন হিংসুকের হিংসায়, সমালোচকের অসঙ্গত সমালোচনায়। ধৈর্যের ছাল তেঁতো, কিন্তু তার ফল বড় মিষ্টি!

(ফলক নং ১০০) তওবার শর্তাবলী

পথভ্রষ্ট মানুষের উচিত, বাঁচার তাকীদে আল্লাহর নিকট তওবা করা।

(১) তওবা হবে আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ। অর্থাৎ অন্য কাউকে খোশ করার জন্য অথবা কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তওবা হলে চলবে না।

(২) সাথে সাথে পাপ বর্জন করতে হবে। পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তওবা গ্রাহ্য নয়।

(৩) বিগত (পাপের) উপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে। লজ্জিত না হলে উন্নাসিকতার সাথে তওবা গ্রহনীয় নয়।

(৪) পুনরায় মরণ পর্যন্ত তার প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। তা না হলে তওবা বা প্রত্যাবর্তনের অর্থ কি?

(৫) কোন মানুষের অধিকার হরণ করে পাপ করলে সে অধিকার আদায় করে তবে তওবা করতে হবে। তা না হলে কুঁয়োতে মরা বিড়াল ফেলে রেখে পানি তুলে পানি পাক করার ব্যবস্থা নিলে কি হবে?

(৬) তওবা কবুল হওয়ার নির্ধারিত সময়ে (মরণ নিকটবর্তী হওয়ার আগে এবং পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে) তওবা করতে হবে।

সমাপ্ত